প্রভাতের হাওয়া

এই পুস্তকের প্রায় সমস্তগুলি কবিতাই গ্রন্থকারের বাল্যের লেখা।

প্রভাতের হাওয়া

(কবিতার বই)

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম, এ

কার্ত্তিক
১৩৩৪

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—
মনোমোহন প্রেস,
৯০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ৷৷০ আট আনা

ঢাকা মনোমোহন প্রেসে
শ্রীদীনেশচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

স্বপ্নালোক

প্রভাতের হাওয়া

প্রভাতের হাওয়া

১

কাননে সে-দিন প্রভাতের বায়ু খেলেছিল নৃত্য ক'রে ;
সবুজ পল্লব, শিশির-সিক্ত, প'ড়েছিল বায়ু-ভরে ।

২

নিদাঘে দেখিনু তখনো শুকায়ে যায়-নি সকলি তার ;
র'য়েছে কোনোটী,—যেমন প্রভাতে ঝ'রেছিল "এই পার" ।

৩

কোনটার' পর প্রভাত-শিশিরে দিবসের তীব্র রবি
ক্ষুদ্র বিন্দু মাঝে ঝল্‌সি দেখালো "ওপারের" রম্য ছবি ।

৪

তাই কানন-দুয়ার ঝাড়িয়া যখন ফেলে দিনু আজ যত,—
তবু অন্ধ আকর্ষণে তুলিয়া লইনু তারি মাঝে গোটা কত !

আবার

১

আজ কত দিন পরে আবার আসিনু
দেবতা, তোমারি পাশে ;
দীন কাঙালের প্রাণের বারতা
শোনাইব এই আশে ।

২

যবে শোকেতে কেঁদেছি, সুখেতে হেসেছি
তখনো তোমারি সনে,
বসিয়া বিরলে কত-না সঙ্গীত
গাহিয়াছি নিরজনে ।

৩

আজ নবীন ভানুর দীপ্তি-বিকাশ
দেখিয়ে জেগেছে প্রাণ,—
তাই আবার আসিনু গাইতে আজিকে
নবজীবনের গান !

বাণী

১

যে-পদ স্মরণ করি কবি কালীদাস
গাহিলা মধুর কণ্ঠে রঘুবংশ গাথা,
রচিলা অমর কাব্য, নাটক মোহন,
'শকুন্তলা' 'মেঘদূত'-আদি কত-কত ;

২

—যে-পদে ধেয়ান করি প্রাচীন বাল্মীকি
শুনাইলা পুরাকালে, রামায়ণ গীতি,—
যে-গীত শুনিয়া, ঝরিল প্রেমাশ্রু-নীর
ভক্তের নয়নে ;

৩

—যে-পদ স্মরণ করি
কীর্ত্তিবাস কবি গাহিলা সে মহাগীতি
বঙ্গের কাননে ;

৪

—যে-পদ মনেতে করি
মুনি বেদব্যাস শুনাইলা ভারতেরে
অপূর্ব্ব সঙ্গীত,—মহাভারতের কথা
অমৃতের প্রায় ;

৫

—যে-পদের ধূলি শিরে
কাশীরাম দাস, ভাষার বারিধি-রাশি
করিয়ে মন্থন, করিলা বঙ্গের কাণে
সুধা বরিষণ ;

৬

—যেই রাঙ্গা পায়ে রাখি
অচলা ভকতি, বঙ্গের অনন্য কবি,—
জয়দেব নাম,—অমর দেবের তুল্য,—
বসন্ত কোকিল সম গাহিলা সুতানে
সাধনার সিদ্ধি-গাথা শ্রীগীত-গোবিন্দ ;

৭

সে-দিনো যে-নাম নিয়ে শ্রীমধুসূদন
সাজাইলা কাব্যাগারে উজ্জ্বল রতনে ;

৮

আর্য্যাবর্ত্ত-ঋষি-পুত্র 'রবি' দিবাকর
যাঁহার প্রেরণা নিয়ে নিদ্রিত বিপিনে
জাগায়ে ভানুর স্পর্শে, কোকিল কূজনে,
নব জগতের গাথা গাহিতেছে আজ !

৯

—আজিকে সে-পদে এক দীন পথহারা
আসিল শরণ নিতে, নব জাগরণে।
তুমিই-না অঙ্কে মাগো ধ'রেছিলে তারে,—
যে দিন 'ও-পার' হ'তে এসেছে 'এ-পারে' !

ছিন্নস্তর

১

সুধু একবার ডাকিলে যাঁহার—
সুধামাখা ভাষ শুনিতে পাই,
আজি শতবার নাম নিয়ে তাঁর
কাঁদি তবু কোনো উত্তর নাই।

২

বিস্মিত হয়ে দেখিনু চাইয়ে
মুখেতে তাঁহার শান্তির ধারা ;
পাপ-বিভীষিকা, মায়া-মরীচিকা
স্থান নাহি পায় তথায় তারা।

৩

"কোথা তুমি ?" ব'লে, জলে কিম্বা স্থলে
অথবা শূন্যেতে যথায় যাবে ;
প্রতিধ্বনি ছলে "কোথা তুমি ?" ব'লে,
জানেনা,—তাহাই বলিয়ে দিবে।

৪

সেধ্বনি-ও এবে ধ্বনিত হইবে,
সুদূর গগণে মিশিয়ে যাবে ;
যাহারে ডাকিবে !—সারা নাহি দিবে,
অনন্ত ঘুমেই ঘুমিয়ে রবে !

৫

ফুল্লশতদল হবে আঁখি জল,
তোমার সম্বল র'য়েছে তাহা;
চরণে তাঁহার দিবে উপহার,
আঁখি সরোবরে ফুটেছে যাহা।

৬

সংসার পিঞ্জরে পাপ-সর্প পরে,
পশিয়ে বিনাশ কখনো করে,–
এই আশঙ্কায় ভাঙিয়ে খাঁচায়
প্রাণ-পাখী তাঁর গিয়াছে উড়ে

ভাঙিয়ে খাঁচায় পাখী চ'লে যায়,
স্বাধীন হইয়ে আকাশে উড়ে;
তুচ্ছ করি হায় কেটে চলি যায়,
মায়ার শিকলী, মোহের দাঁড়ে!

নববর্ষ

১

আকাশের পশ্চিমের কোণে,
ডুবে গেছে পুরাতন রবি ;
ঐ দেখ, পূরবে আবার,—
উঠিয়াছে নূতনের ছবি।

২

কত ঝড়, কত কালমেঘ,
কোথা ছিল,—উড়ে গেছে তারা ;
ঐ দেখ,—ভূবন উজলি,—
উঠিয়াছে নূতনের ধারা।

৩

গ্রহ-তারা আদি যত আছে,
সাধিয়াছে পুরাতন কাজ ;
আজ তারা নূতন উৎসাহে
পরিয়াছে অভিনব সাজ।

৪

আজ তারা অতীতের কথা
ভুলিয়াছে নবীন উলাসে,—
আজ নব বরষের তরে—
নব কার্য্য করিবার আশে।

৫

জগতের প্রতি তরুলতা
পরিয়াছে ছবি হরষের ;
পাখী-কীট-পতঙ্গও হাসে
আগমনে নব বরষের।

৬

জগতের ক্ষুদ্র প্রাণীমাঝে,—
আমি একা পড়ে' আছি হেথা ;
পশিতেছে আমারো শ্রবণে
প্রকৃতির আনন্দের গাথা।

৭

তাই আজ একেলা বসিয়া
গাহিবারে নববর্ষ-গান ;
ধরিবারে নূতন জীবন
এবে আজ আকুল পরাণ

৮

ভুলে যাব' অতীতের কথা ;
সুখে, দুখে,—হাসি, অশ্রুজলে,
গাহিয়াছি কবে কোন্ গাথা
ভুলে যাব আজি সে-সকলে !

৯

মুছে' যাক্ পাপ-তাপ-কথা,
মুছে যাক্ অশান্তি-স্বপন ;
আজ নব বরষের সাথে,
সেধে নেবো নূতন জীবন।

১০

শৈশবের সরলতা টুকু
দাও নাথ, পতিত-পাবন !
দাও নাথ, বুকেতে সাহস,—
ধরিবারে নূতন জীবন।

১১

আমি ঐ পাখীটীর মত,
যেতে চাই অনন্ত আকাশে !
ওরি মত পবিত্র পরাণে,—
গাব গান আনন্দেতে ভেসে।

১২

ওরি মত তোমারি আদেশে
করিবারে কর্ত্তব্য সাধন,
দাও নাথ, বুকেতে সাহস
পালিবারে নূতন জীবন !

আব্দার

১

ছেলে কেঁদে 'খুন' হ'ল—'কোলে তুলে নাও মাগো' ;
দাঁড়িয়ে তামাসা দেখা ? এ কেমন প্রথা ?
"মা" বলিয়ে কাছে এসে, শান্ত ছেলে খেতে চায়।
—নয়ন ফিরিয়ে নেওয়া ! এ কেমন কথা ?

২

আবার, ও কোন্ মাতা !—ছেলের আব্দার শুনে,
কোলে তুলে নিয়ে তারে কেঁদেই পাগল ;
ছেলের তরে !—এতই করুণা তাঁর ;
'পাছে' ছেলে কাঁদে তাই—'আগে' চোখে

৩

'নরম' ছেলের মাতা,—তুলিল-না কোলে তারে।
দাঁড়িয়ে তামাসা দেখা ! এ কেমন রীতি ?
(হের) কাঁদিয়ে আব্দার ক'রে,—তোমারে দেখালো, মাগো.
'কাঁদিলে কাঁদানো যায়',—সনাতন নীতি !

অজ্ঞাতা

অজ্ঞাতা

[ওয়ার্ডস ওয়ার্থের "লুসি" বিষয়ক কবিতাবলী]

১। "সে" "She dwelt among the Untrodden Ways"

১

থাকিত-সে দূরে ওই অজানা বিজন দেশে
নির্ঝরিণী-তীরে।
ক্ষুদ্র বালা, কে তাহারে করিবে আদর বল,
—কেবা স্নেহ করে ?

২

প্রস্তর-শৈবালে আধ-নয়ন-আড়ালে ওই
যূথিকার প্রায় !
উজল তারাটী যেন !—ভাতিলে একক তার
আকাশের গায়।

* * * *

৩

অজ্ঞাত জীবন তার, কয়জন জানিল সে
কবে চলি যায় !
আজি সে সমাধি গর্ভে ! হায় অভাগার দশা,—
কি প্রভেদ তায় !

ব্রজ-বীণা

নিকুঞ্জে

১

সখি, আজিকে প্রভাতে ভানুর কিরণ
কি লাগি উজল কত ?
হের আজি কেন ওই মালতি-মুকুল,
ফুটিয়া উঠিছে যত ?
সখি, কি-লাগি আজিকে বিহগের গান
উঠিছে নূতন রাগে ?
আর পাপিয়ার তান সুহাস ললিত
ওই-যে কাননে জাগে !
দেখ শত বরষের জীর্ণ তরুশাখা
সহসা শ্যামল কেন ?
হের শুষ্ক ভূপতিত ওই মাধবিকা
শিহরে সজীব যেন।

২

আজ ডালে-ডালে বসি কোকিল-কোকিলা
প্রণয়ের গাথা গায় ;
আর সুমন্দ-অনিল গোপন বারতা,
কি-যেন শুনায়ে যায় !

তাই ছুটিছে রাধার গুপ্ত অনুরাগ
শ্যাম বঁধুয়ার লাগি ;
তাই শত বিরহের সুপ্ত অভিলাষ—
সহসা উঠিছে জাগি।
সখি সেই-কতদিন কানু চলি গেছে
পায়ে ঠেলি অভাগীরে ;
আর সেই-কতদিন দিবস-যামিনী
ভাসে রাধা আঁখি-নীরে।

৩

তবে আজ-কি সজনি দুখ-অবসান ?
আজ কি-গো শ্যাম এলো ?
ন'লে হেন-সে মাধুরী নিরানন্দ গেহে
কি-হেতু উদয় ভেল !

* * * *

শোন ওইলো সজনি,— বাঁশরীর তান !
ওই-যে এসেছে কালা ;
দেখ মাতায় নিকুঞ্জে, ত্রিভঙ্গ মুরতি,
গলে দিয়ে বনমালা !
সখি এসেছে রতন !—কাজ নাই মানে ;
ডাকে মোর শ্যাম চাঁদ !
আমি পড়ি গিয়ে পায় !—রাধার পীরিতি
না মানে সরম-বাঁধ !

মিছে

১

মিছে আজ সখি আসিনু কাননে মিলন সাজে,—
নিদয় মাধব কই-তো এলোনা নিকুঞ্জ-মাঝে।
এত আয়োজন,—তবে লো সজনি, বল্ কি কাজে ?

২

মিছে আজ সখি কুসুম-মালিকা পরিনু গলে ;
সাজানু কুন্তল, বাঁধিনু বলয় বনের ফুলে,—
বারেক যদি-লো ব্রজের রতন না-এলো ভুলে।

৩

মিছে-লো যমুনা কুল্‌কুল ধায় সাগর-পানে,
মিছে বিহঙ্গম মাতায় কানন অমিয়-গানে,—
নারিলে ফিরাতে বারেক মাধবে আকুল তানে।

৪

"শ্যাম-পাগলিনী" সকলে মোরে-লো কহিছে হেথা,
তাহে খেদ নাই ; নহি কলঙ্কিনী কখনো যেথা
অকলঙ্ক চাঁদ হৃদয়ে যে মোর ভাতিছে সেথা।

৫

তবু-লো সজনি বড় খেদ মনে,—ব্রজের নিধি,—
যার লাগি সই, হেন যাতনার নাই অবধি ?
ভুলে সে ভাবেনা রাধারে বারেক,—দারুণ বিধি !

৬

মিছে তবু সখি,—তারি লাগি কাঁদি একেলা বসি ;
মিছে তবু তাই, আজিকে পোহানু কাননে নিশি ;
জানি-লো সজনি সুধাবে-না মোরে কভু সে আসি !

পল্লী-বৃন্দাবন (সংগ্রহ)

[চৈত্রমাসীয় শুক্লপক্ষে পাবনা জেলার সুপ্রসিদ্ধ ভাবেঙ্গা গ্রামে ও তৎসন্নিকট-বর্ত্তী স্থান সমূহে পল্লী-কৃষকদের মুখে শ্রুত প্রাচীন পদাবলীর কিয়দংশ স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত হইল; এই পদাবলী প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের রচিত। সম্প্রতি মৎপ্রণীত ইংরেজী কবিতার গ্রন্থ "Flute of Brojo"তে এই পদাবলীর অনুসরণে রচিত "Milkmaid's Damsel" শীর্ষক কবিতাটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।]

ভূমিকা। সর্ব্বজ(য়)-মঙ্গলা রাধা বিনোদিনী রাই,—
বৃন্দাবনের বন্দী মোরা, ঠাকুর কানাই!
বৃন্দাবনের কালো কানাই, বংশীতে দিল-তান।
সব সখি থাকিতে রাধার উড়িল প-রাণ॥
কলসী কাঁখে জল-ভরিতে যমুনাতে যায়।
ধীরে-ধীরে চিকণ কালা রাধার পানে চায়॥

কৃষ্ণ।—জল-ভর, জল-ভর রাধে, বিরাগ কেন—মন?
আমায় দেখে রাখ্‌ছ ঢেকে কতেক রাজার—ধন!

রাধা।—আপনারি ধন-রে কানাই, আপনি রাখছি—ঢেকে।
এখান থেকে যাওহে কানাই কে এনেছে ডেকে?

কৃ। কে আনিবে ডেকে, রাধে!—এসেছি আ-পনি!
তাতে কেন ব্যাজার হ'লে, রাধে গুণ—মণি?

রা। আরে ব্যাজার কেন হবরে, কালা,—ব্যাজার কেন—হব?
আজ ভালমন্দ দুটো কথা কালারে শু—নাব।

কৃ। আরে 'কালো' 'কালো, করিসনেলো, গোয়ালিনীর—ঝী-ই !
মোর বিধাতা করেছেন 'কালো,'—আমি করব—কি-ই।
সে-যে এক 'কালো' যমুনার জল,—সর্ব্বলোকে—খায় !
আর 'কালো' মেঘের ছেঁয়ায় ব'সে, শরীল— জু—ড়ায়।
রাধে 'কালো' তোমার চক্ষের মণি, কালো তোমার কেশ।
'কালো' দিয়ে বেশ বাঁধিয়া ভুলাইছ—দেশ !

* * * *

রা। পরেরি রমণী দেখে কানাই জ্বলে—মর।
তুমি নিজ-ধন বিকিয়ে এবার বিয়া গিয়ে—কর॥

কৃ। বিয়া-তো করিব রাধে,—লিখেছে বি—ধাতা।
তায় তোমার মতন 'সুন্দর রাধা' পাব আমি—কোথা ?

রা। আমার মতন 'সুন্দর রাধা,' কানাই, যদি—চাও,
তবে গলাতে কলসী বেঁধে যমুনাতে—যাও।

কৃ। আমি কোথায় পাব হুলু-ধ্বনি কলসী-কেনা—কড়ি ?
রাধে, তুমি হও 'যমুনার জল,'—আমি ডুবে—মরি।

* * * *

কোরাস্। ধন্য লতা ধন্য পাতা ধন্য বৃন্দা—বন !
ধন্য ধন্য রাধা কৃষ্ণের যুগল-মি—লন॥

চতুর্দ্দশপদী [সনেট]

বৃষ্টি

টুপ টাপ্, ঝুপ্ ঝাপ্ সুধু পড়ে জল,—
নিরলস, অবিরাম, সম-গতি আজ।
তিন দিন, তিন রাত্রি ;—এবে টলমল্
জলমাঝে মোর গৃহটুকু। কোনো কাজ
নাই ; চুপ করি অভিন্ন-এ-অবসর-
আবাসেতে বসি ;—নাহি পড়ে মনে এবে
মেঘদূত-গাথা। আজ যেন ধড় ফড়্
বরিষার গম্ভমূর্ত্তি হেরে ! আজ ভেবে
হ'তেছি আকুল,—ভেসে গেল কোন্ দেশে
"যক্ষ প্রেমালাপ," আর "দিবা-অভিসার",—
আষাঢ়-জলদ-চ্ছায়ে ব্রজের বিপিনে
চকিত-চপল-দৃষ্টি প্রেমিকা রাধার !
আজ সুধু ব'সে আছি অলসতা নিয়ে,—
স্তব্ধ যথা ভেকরাজ বিবর-আশ্রয়ে !

শূন্য হিয়া

গগনের গায় ওই মেঘরাজি যথা
অন্তহীন,—স্তরে-স্তরে ঘিরেছে কেমন
সীমাহীন অন্ধকার! কি-জানি-কি হেথা
সজীব তামসী মূর্ত্তি ভীষণ-দর্শন
নির্ব্বাপিয়া হৃদয়ের ক্ষুদ্র দীপশিখা
নিবিড়-দিগন্ত ব্যাপী অন্ধকারে ঘোর
ঘিরিয়াছে অনিবার! আলোকের রেখা
নিভিয়াছে; এবে শূন্য হৃদাসন মোর,
কই তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী! শূন্য হিয়া
ভ্রান্ত, মূঢ়,—ডাকে তোমা, হৃদয়ের রাণি।
বুঝি ওই দিগন্তের শূন্য দেশ হ'তে—
তোমারি সজীব মূর্ত্তি উঠিছে বিকাশি।
আবার নির্দ্দয়-সত্য উঠিছে জাগিয়া,
আবার কাঁদিছে হিয়া তোমারি লাগিয়া!

বিজয়া,—বিসর্জ্জন

কি দেখিতে এসেছিলে এবার আবার,—
প্লাবিত-শোকাশ্রু-নীর শ্মশান-ভবনে ?
অমা-নিশীথির ঘোর-অভিন্ন আঁধারে
নিমেষের তরে কেন আগমনে তব
ঘুচাইলে বিদ্যুতের ভাতি জ্বালাইয়া ?
যদি-বা আসিলে মাগো,—স্নেহময়ী তুমি,—
কেন আর্ত্ত, হতভাগ্য-আশ্রিতে ছাড়িয়া
অন্তর্দ্ধান হ'লে পুনঃ ; নিরানন্দ ভূমি,
এ দীন আলয় হ'তে, কেন মা-করিলে
ত্বরিতে প্রয়াণ তব শৈল-নিকেতনে ?
অভয়া মূরতি তব অতল সলিলে
বিসর্জ্জন দিয়া যবে ফিরিনু ভবনে,
ক্ষণপ্রভা-দ্বিগুণিত বাড়িল আঁধার !
ছুটিল দ্বিগুণতর তপ্ত অশ্রুধার ।

বিজয়া,—বিদায়

যমুনার ঐ ভীম-অতল গহ্বরে,—
হৃদয় হইতে ছিঁড়ি কত-না রতনে
একে-একে দিয়াছিনু জনমের তরে
বিসর্জ্জন ; আজ ম্যাতঃ, বিজয়ার দিনে
চলিলে তুমিও সেই যমুনা-সলিলে,—
বিষাদ তমসাচ্ছন্ন ফেলিয়ে ধরায়,
উচ্ছ্বলিত-অশ্রু-বেগ-ভক্তগণে ছাড়ি ;
কিবা সাধ্য-আছে কারো রোধিতে তোমায় ।
যাও মাতঃ, সেই দেশে যেথায় অমর,
নিহিত বারির গর্ব্ভে, ভক্তশিশুগণ
বিরাজিছে পাপ-তাপ-ধৌত-কলেবর,
উন্মীলিত-ধর্ম্মনেত্র, মৃত্যু-পূত-মন ।
অশান্তি-বাত্যায় যারা ত্যজিয়াছে-প্রাণ,
শান্ত-স্নিগ্ধ-অঙ্কে দিও তাহাদেরে স্থান !

তুমি

তুমি মোর হৃদাসীনা দেবী, একমাত্র
আশা দীপ আঁধার দুয়ারে ; মরীচিকা-
বিতাড়িত জীর্ণ হৃদয়ের সুপবিত্র
শান্তিবারি,—একমাত্র স্নেহের লতিকা।
জগতের দীপ্ত-জ্যোতি-বিভাসিত আঁখি
তোমার স্তিমিত-স্থির প্রশান্ত প্রভায়
পুন চায় ফিরি ; ক্ষণপ্রভা-শিখা ত্যজি
বিড়ম্বিত-হিয়া, পুন তোমা-পানে ধায়।
অনন্ত-হিমাংশু-রশ্মি-শোভিত-গগনে
প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-ভাতি কতক্ষণ সয় ?
—শুথায় শিশির-বিন্দু পল্লব-আসনে
তার তাপে ; হৃদয়ের বাস তথা নহে।
(তাই) জীবন ও মরণের নিত্য-সহচর,—
তোমার-আমার-হিয়া অনন্ত বৎসর !

ভারত-মহিলা

এস ভারত-মহিলা, এস দেবি, এস!
কত যুগ-যুগান্তর কোটী কণ্ঠ-স্বর,
ভক্তি-প্রেম-উচ্ছ্বসিত পবিত্র ধ্বনিতে
তোমার মহিমা-গাথা গাহিছে ধরায় ;
তোমার অমিয়-স্নেহ করুণা-নির্ঝর
ঢালিছে শান্তির বারি কোটী জীবনেতে।
জননি, বনিতা, ভগ্নি! তোমার প্রভাব
পুণ্য তীর্থ-বারি সম দিতেছে প্রক্ষালি
পাপের পঙ্কিল স্পর্শ, কলুষ-কলিমা।
আমরা ভক্তের জাতি মন্ত্র-উপাসক,—
তোমার অধ্যাত্ম-মূর্ত্তি মানস-মণ্ডপে
করিছি অর্চ্চনা : রবে আদর্শ তোমার
উদ্দীপনা-জ্ঞান-ধর্ম্ম-শক্তির নিকর,
ওঙ্কার বিদিত ভূমে অনন্ত বৎসর!

আয়েসা

কে তুমি উদার-স্নিগ্ধ প্রশান্ত মূরতি
কমণীয় হৃদি-বল্লী, স্নেহনত-আঁখি !
বিলাস-ব্যসন-অন্ধ মানব-আগারে
কে-বা তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবি ! মুছাইতে
পীড়িতের অশ্রুধার, জগতের শোক-
ক্লেশ-সাথে মিশাইতে আপন-জীবন,
নির্লিপ্ত লালসাহীন স্বর্গীয় প্রণয়
শিখাইতে, আর দেখাইতে জগতেরে
পুণ্য নিদর্শন,—প্রেম-মার্গে সেই তব
আত্ম-বলিদান, নারী তুমি, দেবী তুমি !
তামসী আকাশে দীপ্ত একটী তারকা,
পূতিগন্ধ ধরণীর মন্দার-কুসুম,
পাপের তরঙ্গ-গর্ভে পুণ্য-প্রস্রবণী,
পঙ্কিল সলিলে তুমি ফুল্ল কমলিনী !

নবীন পান্থ

কে তুমি, ঢালিছ শান্ত সুধা নিরমল,
বিস্ময়-বিলোল-নেত্র প্রফুল্ল বয়ানে
কভুবা আপন-মনে আনন্দে বিহ্বল,
কি-যেন চিন্তায় মগ্ন কভু আনমনে।
ত্রিদিব-উদ্যান-ফুল্ল প্রসূন কোমল,
স্বরগ-সুষমা-রশ্মি-মণ্ডিত দর্শন,
কে তুমি অমর-হর্ষ-মূর্ত্তি সুবিমল,—
সজীবতা প্রতি অঙ্গে দীপ্ত অনুক্ষণ ?
জুড়াইতে ধরণীর মরুময় পথে,
জীর্ণতনু, ক্লান্ত-হিয়া মানবেরে হেথা,
কে তুমি এনেছ, কোন্ দূর দেশ হ'তে
শান্তির অমিয়-উৎস, গোপন বারতা ?
কে তুমি স্বরগ-চ্যুত-কুসুম কলিকা,—
ধরার নবীন পান্থ পূর্ণ প্রহেলিকা !

অশ্রু

সুধু চাই একবিন্দু অশ্রুজল ; আর
কিছু নহে ; এ-ধরার আর-যাহা আছে,—
সকলিতো মাটী আর ছাই ; এবে তার,
সকলিতো কলুষিত পঙ্কিলতা মাঝে।
সুধু এই অশ্রু, চির-পবিত্রতা, চির-
অকলঙ্ক-মাখা। ভাবুকের, প্রেমিকের,
ভক্তের লোচনে, চির-মন্দাকিনী-নীর !
লভিয়া জনম যথা শীর্ষে পর্ব্বতের
নির্ঝরিণী, প্রক্ষালিয়া শুষ্ক শিলামূল,
ধৌত করি মৃত্তিকা কর্দ্দম যায় নিয়ে,—
এই অশ্রু, পুণ্য স্পর্শে ধরায় অতুল,—
পবিত্রতা ঢেলে দেয় পাপ-বিনিময়ে।
(তাই) মৃত্যুর মহান্ পথে পূত-সুনির্ম্মল
এক বিন্দু প্রেম-অশ্রু পাথেয়,—সম্বল !

স্বপ্নালোক

স্বপ্নলোক

১

সাঁজের আকাশ-কোণে উজল একটি-তারা
নীরবে হেরেছি কত আনন্দে মগন পারা ;
মৃদুল বাতাসে যবে কেঁপেছে কুসুমচয়,
নীরবে একেলা বসি দেখেছি সে সমুদয় ।
একেলা নিশীথে বসি দেখেছি তারার মালা,
নীরবে হেরেছি বসি চাঁদের সুহাস আলা ।
জানি নাই ভাবি নাই সংসারের দুখ-মেলা,—
নীরবে আপন মনে খেলিয়াছি কত খেলা ।
নীরবে করেছি গান, নীরবে গড়েছি আশা ;
নীরবে কবিতা মোর গেয়েছে প্রাণের ভাষা ।

২

মানস-নয়ন মেলি হেরিলাম তারপর,—
রচিয়াছি নীরবেতে কুঞ্জ একে মনোহর ।
অনন্ত-নীলিমা-মাখা সুনীল আকাশ-গায়,
অনন্ত চাঁদের হাসি লাগিয়ে র'য়েছে তায় ।
শ্যামল গাছের ডালে সোনার বিহগ গায়,
কুল-কুল-প্রবাহিনী আনন্দে বহিয়ে যায় ।
এ ধরার পাপ-তাপ অশান্তি-দুখের কথা
নাহি পায় স্থান তারা শান্তি-নিকেতনে তথা ।
শ্যামল নিকুঞ্জ-মাঝে কুসুম-আসনে এক,—
জীবন-সাথী-রে মোর করিলাম অভিষেক !

কালপ্রবাহ

১

ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ি, ভীষণ প্রবাহে
ওই ধায় সময়ের স্রোত ,
ধাইতেছে একি ভাবে
অনন্ত কালের তরে,
কেবা হেন আছে তার করে গতি রোধ।
দিবা-নিশি একি কাজ,—
অগাধ অতল গর্ভে
ভেঙে-নেয় এ ধরার সবি একে-একে,
তাই প্রাণ কাঁদে,—
কালের প্রবাহ ধায় ওই খর বেগে।

২

অসহায়, ভাসমান্ ক্ষুদ্র-তৃণ আমি
ফেণমান্ ঘূর্ণীয়ান্ স্রোতে
কাল-সঙ্গে ভেসে যাই,
কেহ না-রোধিতে পারে,
অনন্ত উত্তাল ওই তরঙ্গের সাথে।
শুনি সুধু কাণে এক হাহাকার সন্ সন্—
প্রলয়-প্রয়োধি-নীরে সবি ভেঙে যায় !
আর অবহেলি
খরতর কাল-স্রোত ভীম নাদে ধায়।

৩

কোথা যাই, কোন্ দেশে বলিব কেমনে ?
অবিরাম উর্ম্মিস্রোত ধায় !
প্রাণের উচ্ছ্বাসে যারে ধরি আঁকড়িয়া
তৃণ-সম সে'ও বেগে ওই ভেসে যায় !
বুঝি-বা আজানা কোন্ আঁধার গুহায়
বেধে যাবে ওই খর সময়ের স্রোত ;
বুঝিবা আমারো
অনন্ত আঁধার মাঝে হবে গতিরোধ।

৪

সে-যে সূচিভেদ্য অন্ধকার ভীষণ গহ্বরে,
নিরানন্দ-কুজ্ঝটিকা-ঢাকা !
চারিদিকে প্রহেলিকা ভীমদরশন
বিকট ধূসর-বাস নিরাশায় মাখা !
সে-দিনের শান্তিহীন নির্দ্দয়-আলয়ে
প্রাণ যবে কাঁদিবে হতাশ,—
তখন্-কি রবে তুমি
বারেক করিতে সুধু মধুর সম্ভাষ ?
তখন্ রবে-কি তুমি,
ওই তব স্নেহ-বারি-সিঞ্চিত করেতে,—
যন্ত্রণা-কাতর তপ্ত কপোল হইতে
বিলম্বিত এক বিন্দু অশ্রু মুছাইতে ?

বৎসরের দিন (বিজয়া)

আজ ‘বৎসরের দিনে’
    মুছে ফেল আঁখি-জল,
অধরে ডাকিয়ে হাসি
    হৃদয়েতে ধর বল।

আজ আনন্দের দিনে ভুলে যাও ঘৃণা ক্রোধ,
‘স্নেহ’-প্রতিদানে লও বৈরিতার প্রতিশোধ।
হেলায় সে-দিন যারে গিয়েছিলে অবহেলি,—
“বৎসরের দিনে” লও বুকে তারে, হাত মেলি।
হৃদয়ে প্রীতির উৎস মুখেতে সরল হাসি,
অতীতে বিস্মৃতি ঢালি, সবারে সম্ভাষ আসি।
নূতন বন্ধনে বাঁধি চারি দিকে দেখ যারে,
নবীন পথেতে চল নবীন জীবন-তরে।
আজিকার আলিঙ্গনে মলিনতা লেশ নাই,
আজ ‘বৎসরের দিনে,’—হের সবে, ‘ভাই’ ‘ভাই’!

* * * *

কে তুমি কাঁদিছ মাগো আজ এ-আনন্দ দিনে,
কাঁপায়ে গগন-তল স্মরি গত-প্রিয়জনে?
হৃদয়ে জাগিছে শেল ; তাই বুঝি আঁখি ঝরে ;
ছি-ছি, হ'বে অমঙ্গল,—মুছ আঁখি তারি তরে।
অপাঙ্গে মুছিয়ে অশ্রু হাতে নিয়ে তৃণ-ধান,
তাহারি মঙ্গল-তরে বিতর আশীষ-দান।

আজ 'বৎসরের দিনে'
হৃদয়েতে ধর বল ;
অধরে জাগায়ে হাসি,
মুছে ফেল আঁখি-জল!

কে-গো তুমি

১

কে গো তুমি একা ডিঙি বাও ?
সুনীল পটের মত পড়ে আছে সরোবর
তারি পরে ভেসে চলে যাও ;
—ওগো তুমি একা ডিঙি বাও !

২

একেলা মানুষ তুমি, একেলা বহিয়ে তরী
যাবে বুঝি এই বেলা ঘরে ?
কাঁপিছে মৃদুল বায়ে তরি আর ছবি-তার
ফটিকের মত সরোবরে ।

৩

সওদা-পসারা গুলি বাজারে মিলেছে যত
দেবে বুঝি ওপারেতে নিয়ে ?
হাসিবে মু'খানি কার !—নাচিবে শিশুরা বুঝি,
ছোট হাতে করতালি দিয়ে ।

৪

তাই এ-সাঁজের বেলা,—টেনেছে গৃহেতে মন !
—তাই বুঝি চ'লেছ ধাইয়ে ?
তাই এই মৃদুল বায়ে,—দুলাইয়ে নীল জল
একা তরী চ'লেছ বাইয়ে ।

৫

ওগো আমিও তোমারি মত ভাসিতেছি জলে-জলে;
প্রাণ কাঁদে বাড়ী ফিরিবার ;
ওই যে ওপারে ভাই,—যে-খানে তোমার ঘর,
ও-রি পাশে-কুটীর আমার।

৬

আমারে-কি-নিতে পার ?—তোমার তরীর পরে
হবে-না কি আর একটু ঠাঁই ?
আমার-তো নাই কড়ি,—সওদা-পসারা ভাই,—
কিছু আমি হাটে কিনি নাই !

৭

ঘরে ফিরিবার পথে চেয়ে আছে আঁখি দুটি,
ক্ষুদ্র সাথী কাঁদিছে আমার ;
খালি হাতে ফিরিতেই দূর কুটীরেতে ডাকে ;
—ভাসিব-কি জলে জলে আর ?

৮

ওগো তুমি ডিঙ্গী বেয়ে যাও,
তোমার ডিঙ্গীতে যদি আমারে দোসর কর,—
আমাকে-ও বেয়ে যেতে দাও !
—কেন তুমি একা ডিঙ্গী বাও ?

সিদ্ধ-সাধনা

১

তোমারি স্নেহের মুরতি খানিরে
হেরেছি কতই-স্বপনে !
তোমারি ছবিটী দেখিতে-দেখিতে
জেগেছি প্রভাত-তপনে।
আমি কত,—তোমারি চরণ ধ্যান-সমাধিতে
ধ'রেছি হৃদয়ে গোপনে !

২

আমি মানস-নয়নে, সুখেতে বিভোর,—
হেরেছি যে-পদ যতনে,
আজ আঁখিনীরে ভাসি,—কোন্ ফুলে তায়
সাজাব মনেরি-মতনে ?—
আমি তাই,—অশ্রু-পূত-আঁখি, হৃদয়েতে আজ
বসানু সে-হৃদি-রতনে।

৩

হের, গত-বন-শোভা-গুল্ম-বিমণ্ডিত,—
ভগ্ন-পীঠ-ম্লান-বরণি
মোর জীর্ণ দেহ ;—সে-যে জাগিল আবার
পরশি তোমার চরণি !
তাই মোর,—সিদ্ধ-সাধনার গরবের ধন
সেধে নেবো আজ,-মরণি !

কোথা-সে

১

আজ মলয়-মন্দ-শান্ত-মৃদুল বাতাসে
কেন পরাণ কাঁপিল হুতাসে ?
কি-যে ফেলে আসিয়াছি সেই যে সে-দিন,—কোথা-সে ?

২

আজ ওই রজত-শুভ্র শীতল জ্যো-স্না বিকাশে,
কত উলাস লহরী প্রকাশে !
তবু মনে পড়ে আরো বিমল-চাঁদিনী
উঠেছিল কবে আকাশে ।

৩

আজ মনে পড়ে-সেই মলয়-কম্পিত-প্রভাতে
যবে ব্যাকুল-পরাণ লোভাতে,—
ধরা সেজেছিল সেই হৃদি-বিমোহিনি,
অমল-সুন্দর-শোভাতে ।

৪

আজ মনে পড়ে যবে অলি-গুঞ্জরিত-পবনে,
বসি বিরল-মধুর-ভবনে,—
কত বিহগ-কূজন, নদী-কলতান,
সেই পশেছিল শ্রবণে ।

৫

কত কেতকী-পরাগে ভ্রমর যাইত লুটিয়া,
বেল যূথিকা থাকিত ফুটিয়া,
আর করিত বিভোর মদিরা-অলস,
কুসুম-সৌরভ ছুটিয়া।

মাঝে মরতের দিবা, নিদাঘের বায়ু আসিয়া—
কবে দিয়েছিল সব নাশিয়া!
আজ 'অতীত' আবার, নব-জাগরণে
নিকটে দাঁড়ালো হাসিয়া!

৭

তাই আজিকে আবার শান্ত-বিভাবরী হেসেছে,
ধরা পুলক-প্রবাহে ভেসেছে—
আর কোন্ জগতের সুনিভৃত স্মৃতি
প্রাণের সমীপে ব'সেছে!

৮

তাই মলয়-মন্দ শান্ত-মৃদুল বাতাসে
আজ আর কাঁদিনাকো হুতাশে।—
কি-যে ছেড়ে এসেছিনু, জানি যে এখন,—কোথা সে

প্রহেলিকা

সার ওয়ালটার স্কটের "Outlaw" শীর্ষক কবিতা [Rokby]
"O, Brignall banks are wild and fair,
And Greta woods are gay."

দস্যু। বৃক্ষনালা নদীতীর বন্য, মনোরম ;
শ্যাম-স্নিগ্ধ গ্রথারণ্য খানি ;
কে সুন্দরি, যাবে তুমি তুলিতে কুসুম,—
সাজিবারে বসন্তের রাণী !

রাজকন্যা। বৃক্ষনালা নদীতীর বন্য মনোরম ;
শ্যাম-স্নিগ্ধ গ্রথারণ্য খানি ;
যাবো আমি প্রিয়তম, তোমারি সহিত,—
হবো-নাকো ধরণীর রাণী।

দ। মোর সাথে যেতে চাও অবোধ বালিকা,
প্রাসাদ-নগরী ছেড়ে শেষে ;
আগে ভেবো কি জীবন আমাদের সেই,—
পর্ব্বতের অরণ্যের দেশে !
বুঝিবারে যদি পার সেই প্রহেলিকা,—
হয়তো বুঝিবে, মনে জানি, —
তবে সেই ভীমারণ্যে যাইও ত্বরিত
সাজিবারে বসন্তের রাণী।

রা। বৃক্ষনালা নদীতীর বণ্য-মনোরম ;
শ্যাম-স্নিগ্ধ প্রথারণ্য খানি ;
যাব আমি প্রিয়তম তোমারি সহিত
হবো নাকো ধরণীর রাণী।
ওই তব রণ-বংশী, অশ্ব মনোরম,
হেরি মনে জানিনু নিশ্চয়,—
প্রভুভক্ত রক্ষী তুমি রাজ-অরণ্যের—
সঙ্গে তব কিবা মোর ভয় !

দ। রাজ-রক্ষী-বংশী বাজে প্রভাত-কিরণে,
অবসর-মত সারা দিতে,
মোর বংশী বেজে ওঠে ভীষণ হুঙ্কারে,
সুপ্ত ধরা অর্দ্ধ রজনীতে !

রা। বৃক্ষনালা নদীতীর বন্য মনোরম ;
আনন্দিত প্রথারণ্য-খানি ;
যাব আমি সেই দেশে প্রিয়তম-সনে,
হবো তার বসন্তের রাণী।
রণবেশে ওই তব সজ্জিত মূরতি,
দীপ্তোজ্জ্বল অস্ত্র তব হাতে,—
বুঝিনু নিশ্চয় তুমি রাজার সৈনিক,
যুদ্ধে ধাও রণবাদ্য-সাথে।

দ। না-সুন্দরি, নহি আমি রাজার সৈনিক,
ফিরি নাকো রণবাদ্য-সাথে ;
নিশাগমে, ঝিঁ-ঝিঁ-রবে, মোর সঙ্গি গণ,—
সেজে ওঠে বর্শা নিয়ে হাতে।
যদিও সে-মনোরম বৃক্ষনালা-তীর,
আনন্দিত গ্রথারণ্য খানি,
তথাপি সে রমণীর কত-না সাহস,—
হবে মোর বসন্তের রাণী !
নামহীন, যশোহীন, জীবন আমার,
নামহীন মৃত্যু তার পর ;
যেই দৈত্য প্রান্তরেতে আলেয়া জ্বালায়,—
মোর চেয়ে কাম্য সহচর !
গভীর অরণ্যে যবে বৃক্ষতলে বসি,
আমি আর মোর সঙ্গিগণ,
'কি আছিনু' 'কি হয়েছি' ভুলে যাই মোরা,—
দস্যু-নীতি এমনি ভীষণ !

উভয়ে [মিলিতধ্বনি] তথাপি যে মনোরম বৃক্ষনালাতীর,
স্নিগ্ধ-শ্যাম গ্রথারণ্য খানি,—
আছে সেথা কত ফুল্ল অরণ্য-কুসুম,
সাজাইতে বসন্তের রাণী !

সমাপ্ত

এই কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটী ব্রজবুলী ভাষায় গ্রন্থকারের "ব্রজবিপঞ্চী" পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলির বিশেষ নির্দ্দেশ অনাবশ্যক।